

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

Islam Scientifically

তত্ত্বাবধায়নেঃ

Engr.Khandaker Marsus

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Zara Zabin

রোলঃ 21500446

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

Islam Scientifically

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

Engr.Khandaker Marsus

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Zara Zabin

রোলঃ 21500446

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “Islam Scientifically” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Zara Zabin, আইডিঃ 21500446 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

Engr.Khandaker Marsus

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ Islam Scientifically ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের Engr.Khandaker Marsus উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Zara Zabin

আইডিঃ 21500446

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কিছু কথা	৬
ভূমিকা	৮
সাধারণ প্রশ্নোত্তর	১০
১.সমস্ত মহাবিশ্বের সমস্ত ব্যবস্থাপনা কি ‘প্রকৃতি’ই সম্পাদন করে?	১০
২.বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে?	১০
৩.কুরআনুল কারিম আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ নাকি অসংগতিপূর্ণ?	১০
৪.কিয়ামত কি আসবে,বিজ্ঞান কি বলে?	১১
৫.সবকিছুর ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?	১১
৬.মুসলিমরা সৃষ্টিকর্তাকে কেন ‘আল্লাহ’ বলে?	১১
৭.বিগব্যাং থিওরির প্রমাণ কুরআনের কোথায় আছে?	১২
৮. কুরআন দ্বারা কি সাত আকাশের সংখ্যা প্রমাণিত?	১৩
৯.মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অর্ধচেতন (!)এবং কুরআন কি অজ্ঞাতসারে রচিত হয়েছে?এটা কি তিনি অন্য কোনো ধর্ম থেকে নকল করেছেন? বা অন্য কোনো ব্যক্তির উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন কি না?	১৩
১০.পৃথিবীতে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ২৪.১%। এরা মূর্তিপূজা করে না।বাদ বাকি প্রায় সব ধর্মেই মূর্তিপূজা হয়।তাহলে ৭৫.৯% মানুষ সবাই ভুল আর মুসলিমরাই শুধু সঠিক?	১৩
দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি	১৫
১.সমস্ত ব্যবস্থাপনা ‘প্রকৃতির’ মাধ্যমেই সংঘটিত হয়	১৫
২.বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে?	১৭

৩. কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ?	১৮
৪.কিয়ামত কি আসবে,বিজ্ঞান কী বলে?	১৯
৫.সবকিছুর ই একজন সৃষ্টি কর্তা আছেন,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?	২০
৬.সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ কেন বলতে হবে?	২১
৭.বিগব্যাং থিওরি কী কুরআন দ্বারা প্রমাণিত?	২৩
৮.কুরআন দ্বারা কি সাত আকাশের সংখ্যা প্রমাণিত?	২৬

কিছু কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ!

মহিমান্বিত কুরআনুল কারিম হচ্ছে ফুরকান,যার অর্থ সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। ডা.জাকির নায়েকের একটি উক্তি খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে যে, 'কুরআন কোনো Science এর কিতাব নয় বরং এটি Signs এর কিতাব'। পবিত্র কুরআনের প্রায় ছয় হাজার আয়াতের মধ্যে এক হাজারের ও বেশি আয়াতে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বিজ্ঞান দ্বারা কুরআনের আয়াত প্রমাণের পূর্বে সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালোমতো ধারণা রেখেই সে পথে হাঁটতে হবে। যদি কোনো ধর্মকে বুঝতে চাওয়া হয়, তবে অনুসারীদের নয়, ধর্ম গ্রন্থগুলোকে দেখতে হয়, তাই আমরা অনুসারীদের উদাহরণ নয় বরং কুরআন অধ্যয়ন করব। এটি যে এক বিস্ময়কর কিতাব, খুব সহজেই তা অনুমেয়। কারণ যেই ভুল খিওরি মানুষ কয়েকশ' বছর আগেও বিশ্বাস করতো পক্ষান্তরে, কুরআন তার প্রমাণ সাড়ে ১৪শ' বছর পূর্বেই দিয়ে গেছে। বর্ণনা করেছে বহু ভবিষ্যৎ বানী। যার বাস্তব ফলাফল ক্রমান্বয়ে আমরা সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই প্রযুক্তির যুগে উপনিত হয়ে। যা অন্য সব ধর্মগ্রন্থে এভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের দ্বারা কখনোই যা শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা সম্ভব নয়, সেটা কুরআন নিশ্চয়তা দিয়ে গেছে এক হাজার সাড়ে চারশ' বছর পূর্বে এবং আল্লাহ সুরা বাকারার দ্বিতীয় আয়াতে এই চ্যালেঞ্জ ই করেছেন যে, এটা এমন এক কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আজ পর্যন্ত কোনো কিতাবে শতভাগ নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি এবং তা সম্ভব ও নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, সেই কুরআনের মালিক আল্লাহর তরফ থেকে আমার জন্য একটি নিয়ামত যে —এই বিষয় সম্পর্কে অল্প কিছু পড়াশোনা করার তাওফিক পেয়েছি। এ

তো সেই কুরআন যা নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও এর শেষে পৌঁছানো সম্ভব নয় তা আল্লাহ কুরআন পাকেই আয়াত দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন— “পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয় এবং মহাসমুদ্রের সঙ্গে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে যদি কালি হয় (সমস্ত বৃক্ষ আর সমুদ্রের পানি গুলো শেষ হয়ে যাবে)তবুও আল্লাহর কালাম (বিশেষ জ্ঞান) লিখা শেষ হবে না। কারণ তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (লুকমান-২৭)

এত বড় একটি সুযোগ এই অধম বান্দাকে করে দেওয়ার জন্য আইওএমের উস্তাযগণের প্রতি আমি অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে আল্লাহ রব্বুল আল-আমীনের কাছে এটির কবুলিয়াতের দু'আ করছি।

জাযাকুমুল্লাহ খইর।

জারা জাবিন

21500446

ভূমিকা

কুরআন দ্বারাই ইসলামকে জানা যায়। আর কোনো ধর্মকে জানতে চাইলে ধর্মগ্রন্থকে দেখতে হয়। তাই ইসলামকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করতে হলে কুরআনের সাহায্যেই দলিল পেশ করতে হবে। মহান রব্বের হিকমতপূর্ণ কিতাব আল-কুরআন তার পরিভাষাগত ভঙ্গিমায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো বর্ণনা করেছে। কোনো অধীত বিদ্যার সাজানো রচনা যেমন বুঝে নেওয়া যায়, তেমনি করে সহজভাবে কুরআনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝে যাওয়া সম্ভব হয় না। কুরআন যদি সাজিয়ে গুছিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা উপস্থাপন করতো, তাহলে তার ঐশী বৈশিষ্ট্য সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়তো। কারণ সময়ের প্রভাবে বিজ্ঞানের অনেক সাজানো তত্ত্ব এবং তথ্য হারিয়ে যায় কিংবা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন দ্বাদশ শতাব্দির বিজ্ঞানীরা বলেছিল, সূর্য স্থির নক্ষত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রমাণিত হয়েছে সূর্য একটি গতিশীল নক্ষত্র, ইত্যাদি এমন বহু উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। অতএব, আল-কুরআন এমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপন করে যা কোনো কালে পরিবর্তন হওয়ার নয়। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ এই গ্রন্থ যিনি অবতীর্ণ করেছেন তিনি সময়কালের উর্ধ্বে সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ।

‘এই কিতাবটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ।’ (হা-মিম:৪২)

এ যাবতকাল বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয়েছে তার সামঞ্জস্যতা আল কুরআনে দৃশ্যমান। সমগ্র বিজ্ঞান এবং কুরআন পাশাপাশি অধ্যয়ন করলে এ সত্য উপলব্ধি করা যায়।

অধিকন্তু স্পষ্ট আয়াত দ্বারা কুরআন অবহিত করেছে যারা নিবিড় চিন্তে এ কিতাব অধ্যয়ন করবে, গবেষণা করবে, অনুসরণ করবে, তারা জ্ঞানের অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করতে পারবে, যা কোনো বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ অর্থে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো সূত্র দিয়ে বেধে দেওয়ার মতো নয়। তাই কুরআন তার অন্তহীন জ্ঞানের বিশাল প্রজ্ঞার ইংগিত দিয়ে রেখেছে। ‘তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান

করা হয় সে বিপুল কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বোধ সম্পন্ন লোক ব্যতীত উপদেশ তথ্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। (বাকারা-২৬৯)

খুবই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হিকমত বা বিজ্ঞান কুরআনের অন্তর্গত একটি subject. এবং বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ইংগিতের আয়াত সমূহে বিধৃত রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানে এ যুগে বিশ্বয় সৃষ্টি করে চলেছে।

সাধারণ প্রশ্নোত্তর

১। প্রশ্ন: সমস্ত ব্যবস্থাপনা কি ‘প্রকৃতি’-ই সম্পাদন করে?

উত্তর: সবকিছুই একটি সিস্টেমেটিক্যাল ওয়েতে চলছে। সিস্টেম কখনো একা একা হয়ে যেতে পারে না এর পেছনে একজন ম্যানেজার অবশ্যই দরকার হয়। যেখানে সামান্য এক টুকরো রুটি বানাতেই কারো না কারো হাত দরকার হয়, একা একা তো রুটি নিজে তৈরি হতে পারে না, আর সেখানে কীভাবে সম্ভব জাগতিক ও এর বাইরের সমস্তকিছু একা একাই তৈরি হয়ে যাবে?

২। প্রশ্ন: বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে?

উত্তর: সম্প্রতি, Closed Big Bang বা Closed Universe তত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলেছেন: মহাবিশ্ব (Whole universe) একটি বিন্দুতে closed হওয়ার পর এমন এক শক্তিদ্র সত্ত্বা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে-যিনি মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শক্তি (Gravitation & Gravity) দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে ধারণ করে রেখেছিলেন।

৩। প্রশ্ন: কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ নাকি অসঙ্গতিপূর্ণ?

উত্তর: আলবার্ট আইন্সটাইনের একটি বিখ্যাত উক্তি— ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অর্থব আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হলো অন্ধ।

কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয় বরং এটা হচ্ছে চিহ্ন বা ইংগিতের বই। এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই। এতে ৬ হাজারের অধিক আয়াত রয়েছে যার মধ্যে ১ হাজারের অধিক আয়াত ই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। এতে এমন কিছু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা ধারণা আলোচনা করা হয়নি। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন

অনুমিতি। কারণ বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

৪। প্রশ্ন: কিয়ামত কি আসবে?বিজ্ঞান কী বলে?

উত্তর:মহাকাশের সমাপ্তি ঘটবে এমন এক সময়ে যখন এর গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মহাকর্ষীয় শক্তির প্রাবল্য বেগবান হবে।সাথে সাথে সম্প্রসারণ গতি থেমে যাবে।ফলে গ্রহ,উপগ্রহ,নক্ষত্র,গ্যালাক্সি,কোয়াসার প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক —মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরের নিকট এসে সংঘর্ষ শুরু করবে।বিশাল মহাজগৎ একটি বিন্দুতে এসে Closed হবে।

৫। প্রশ্ন: সবকিছুর ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছে,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: বাক্যটি ভুল যে সবকিছুর ই একজন সৃষ্টি আছে।বরং বাক্যটি এমন হবে - প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা আছে।আল্লাহর সঙ্গী হচ্ছে অসৃষ্ট।সর্বসৃষ্ট সৃষ্টির কোনো সৃষ্টি নেই যদি তিনি সত্যিকারের সৃষ্টি হন।

৬। প্রশ্ন: মুসলিমরা সৃষ্টিকর্তাকে কেন ‘আল্লাহ’-ই বলে?

উত্তর: সুরা ইখলাসে বলা হয়েছে "বলুন,তিনিই আল্লাহ,এক এবং একক।আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত।তিনি কাউকে জন্ম দেননি।কারো দ্বারা জন্মগ্রহণ ও করেন নি।এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। God ইংরেজি শব্দ,খাঁটি আরবি শব্দআল্লাহ।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। God এর সাথে s যুক্ত করলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে,কিন্তু আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই।God এর সাথে ess যুক্ত করলে Godess অর্থাৎ নারী হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই।আল্লাহর লিঙ্গভেদ নেই।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই।বড় হাতের God লেখলে হবে সত্যিকার,ছোট হাতের god লেখলে হবে নকল খোদা।God এর

সাথে father যুক্ত করলে হবে godfather.আল্লাহর সাথে আব্বা কিংবা ফাদার যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। god এর সাথে mother যুক্ত করলে হবে godmother.আল্লাহর সাথে 'মাদার'বা 'আম্মি আল্লাহ'বলতে কিছু নেই।God এর পূর্বে টিন যুক্ত করলে হয় 'টিনগড' অর্থাৎ বাতিল গড।ইসলামে টিন আল্লাহ বলতে কিছু নেই।আল্লাহ খাঁটি এবং একক।

৭। প্রশ্ন: বিগব্যাং থিওরির প্রমাণ কুরআনের কোথায় আছে?

উত্তর: “কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, একসময় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা অবিশ্বাস করবে?” (সূরা আশ্বিয়া, আয়াতঃ ৩০)।

বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী একসময় মহাবিশ্বের সকল বস্তু একটি বিন্দুতে আড়ষ্ট অবস্থায় ছিল। অতঃপর বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা আলাদা হয়ে গেছে। তাছাড়া সমস্ত জীবদেহের ৮০-৮৫%-ই পানি দিয়ে গঠিত।

"অতঃপর তিনি পৃথিবীর দিকে মনোনিবেশ করেন;যা ছিল ধূমপুঞ্জ বিশেষ।" (সূরা ফুসসিলাত, আয়াতঃ ১১)।

এখানে ধূমপুঞ্জ বলতে পৃথিবীর আদি অবস্থার কথা বলা হয়েছে।‘ধূম’ শব্দের অর্থ-ধোয়া বা গ্যাস। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবী একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত, জ্বলন্ত ও গ্যাসের পিণ্ড ছিল।

কুরআন এটা আবিষ্কার করেছে সাড়ে ১৪শ বছর আগে।আর বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে মাত্র ৯২ বছর আগে!

৮। প্রশ্ন: কুরআন দ্বারা কি সাত আকাশের সংখ্যা প্রমাণিত?

উত্তর: আদী-অন্তহীন মহাকাশ-মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ৭ টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে যাকে সপ্ত আকাশ বলে। নবম শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারেজমী সর্বপ্রথম আকাশের স্তর ৭ টি সম্পর্কে ধারণা পেশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা এ তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশে অভিযান চালিয়ে তা নিশ্চিত করেন। মহাকাশে সাত ধরনের আকাশী বস্তু বিদ্যমান। ১) নক্ষত্র ২) গ্রহপুঞ্জ ৩) উপগ্রহপুঞ্জ ৪) ধূমকেতু ৫) নীহারিকা ৬) ছায়াপথ ৭) কোয়াসার ইত্যাদি।

৯। প্রশ্ন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি অর্ধচেতন (!) এবং কুরআন কি অজ্ঞাতসারে রচিত হয়েছে? এটা কি তিনি অন্য কোনো ধর্ম থেকে নকল করেছেন? বা অন্য কোনো ব্যক্তির উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন কি না?

উত্তর: যদি কোনো মানুষ এ ধরনের মনোরোগে আক্রান্ত বা বিকৃত মস্তিষ্কের হয় তাহলে সে জানতে অক্ষম হবে যে-কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে। কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি। এটা ২৩ বছরে খন্ড খন্ড করে স্তরে স্তরে নাযিল হয়েছে। কুরআন যদি কোনো অর্ধচেতন বা বিকৃত মস্তিষ্ক মন থেকে আসতো তাহলে এত সুশৃঙ্খলভাবে বজায় থাকতো না। একজন লোকের দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির উপর থাকা সম্ভব না, যেখানে তিনি এ দীর্ঘসময় অর্ধচেতন থাকবেন।

১০। প্রশ্ন: পৃথিবীতে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ২৪.১%। এরা মূর্তিপূজা করে না। বাদ বাকি প্রায় সব ধর্মেই মূর্তিপূজা হয়। তাহলে ৭৫.৯% মানুষ সবাই ভুল আর মুসলিমরাই শুধু সঠিক?

উত্তর: ইসলামে সংখ্যাগুরু হলে জেতা যায় না। ইসলামে সত্য সবার উপরে।

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ কয়েকশত বছর আগেও মনে করতো এটি সমতল। তো বেশিরভাগ মানুষের ও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে সাড়ে ১৪শ বছর আগে

কুরআনের আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এটি গোলাকার।Book of Deuteronomy chapter 3 verse 7-9 এ আছে,' তোমরা আমার কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না,যেটার সাথে মিল আছে আকাশমন্ডলীর কিছু,পৃথিবীর কিছু অথবা পৃথিবীর নিচের কিছু।তোমরা তাদের সেবা করবে না।কেননা আমি তোমাদের ঈশ্বর,প্রতিহিংসা পরায়ন।'সব খৃষ্টান মূর্তিপূজা করে না। প্রটেস্ট্যান্টরা করে না কিন্তু ক্যাথলিক রা করে।এজন্য প্রটেস্ট্যান্টরাই প্রটেস্ট করেছিল ক্যাথলিকদের যে তা যা করছে তা ভুল,বাইবেল অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার প্রতিবিম্ব বানানো যাবে না।হিন্দুদের বেদেও আছে, নাতাস্তি প্রতিমাস্তি অর্থাৎ 'ঈশ্বরের কোনো ছবি নেই',কোনো ভাস্কর্য নেই,কোনোমূর্তি নেই।আবার, গৌতম বুদ্ধ কখনোই তার মূর্তি বানাতে বলেছেন এর কোনো রেফারেন্স নেই।

এখন কিছু মানুষ যদি ভুল করে,হোক তা সংখ্যায় বেশি কিংবা স্বল্প সেটা সত্যি হয়ে যায় না।সুরা বানী ইসরাইল আয়াত ৮১ তে উল্লেখিত রয়েছে—'বলুন,সত্য উপস্থিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে'।কারণ মিথ্যা প্রকৃতিগত কারণে বিলুপ্ত হবেই।

দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি

(কথোপকথন)

১.সমস্ত ব্যবস্থাপনা ‘প্রকৃতির’ মাধ্যমেই সংঘটিত হয়

(টিচার্স ট্রেনিং শেষে রাবিত আর আম্মার —দুই কলিগ এর মধ্যে কথোপকথন)

রাবিত— ভাই,এই যে বিজ্ঞান সবসময় বুঝিয়ে আসছে প্রকৃতিই সবকিছু করে,কথাটা কি আপনার কাছে পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়?

আম্মার— কেন?ভুল মনে হওয়ার কী কারণ হতে পারে? বৈজ্ঞানিক সবকিছুই তো ভেঙেচুরে প্রমাণ করাই থাকে।

রাবিত— না না, আমি মূলত বিজ্ঞানকে ভুল বলছি না,গ্রহণযোগ্যতার কথা বলছি।অর্থাৎ, আমাদের ছাত্রজীবনে ছোট থেকে যেভাবে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের ও একই ভাবে দেওয়া হচ্ছে তবে সেটা আসলে পরিপূর্ণ নয়।

আম্মার— মানে?

রাইয়ান—সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তার পেছনে একজন মূল দক্ষ ব্যবস্থাপক এবং তার সুপারিকল্পনা আবশ্যিক।এটা তো সবাই বিশ্বাস করে, রাইট?

আম্মার— হুম, শতভাগ সত্য।

রাইয়ান— যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তাকেই পানিচক্র বলে। ভাই,একবারো কি এই প্রশ্নটা আসে, চক্র তো তার মতো চলছে কিন্তু এই চক্রটা কার অনুমতিতে হচ্ছে? এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অথচ এর কোনো ব্যবস্থাপক নেই।সোজাভাবে বলতে

গেলে,বিশ্বের সবকিছুই একটা সিস্টেমেটিক্যালি হচ্ছে কিন্তু এই সিস্টেমকে কেউ ম্যানেজ করছে না এটা কী আদৌ সম্ভব?

আম্মার— কিন্তু এভাবে তো কেউ চিন্তা করবে না।

রাইয়ান—আমরা এত এত সিস্টেম শেখাচ্ছি,শিক্ষার্থীদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে,সৃজনশীলতার মতো বিষয় নিয়ে কাজ করছি অথচ এতটুকু ভাবনার বীজ তাদের মধ্যে বপন করতে পারব না,এটা আজব বিষয় নয় কি? এরচেয়েও সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যিনি ব্যবস্থাপনা করছেন আল্লাহ রব্বুল আল-আমীনকে সকল ব্যবস্থাপনার আগে শুরুতেই চিনিয়ে দেওয়া।আজ প্রতিপালকের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না বলেই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সব সিস্টেম বোঝে কিন্তু সিস্টেম ম্যানেজমেন্টে তার সৃষ্টিকর্তা আছেন,এটা বোঝে না।এতে সে মনে করে সবকিছুই প্রকৃতি করছে।অথচ সুবহানাল্লাহ!প্রকৃতির কী এমন ক্ষমতা আছে?আজ চিন্তাশীল পৃথিবীর মানুষদের থেকে এমন অজ্ঞের মতো বিশ্বাস নিয়ে থাকবে বিষয়টা তো সেইসব মানুষদের জন্য চরম অপমানজনক নয় কি?কোনো ধবংসশীল প্রাণী বা বস্তু কি আপনা-আপনি কোনো স্রষ্টা ছাড়াই তৈরি হতে পারে?

আম্মার— খুবই সুন্দর একটা দিক তুলে ধরেছেন।আমাদের জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে— এ বিষয়ে আওয়াজ তোলা।আজ সাইন্সের মুসলিম স্টুডেন্টরা তো এমনি এমনি নাস্তিক,সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছে না। প্রকৃতিকেই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা মনে করছে।অথচ কেউ যদি সঠিক পদ্ধতি বিজ্ঞান জানাশোনা করে সে কখনোই নাস্তিক হতে পারে না বরং ঈমান মজবুতিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। একই সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানে বিশ্বাসী কাফিরদের দাওয়াত দেওয়াটাও সহজ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

২.বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে?

(কলেজের রিইউনিয়ন অনুষ্ঠানে ইউসুফ ও তার বড় ভাই এর বন্ধু নোয়াহর দেখা হলো।অতপর: তাদের মধ্যকার কথোপকথন)

ইউসুফ: আচ্ছা ভাইয়া,আপনি তো অনেক পড়াশোনা করেন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে।তাহলে আপনি এখনো সৃষ্টায় বিশ্বাসী নন কেন?আপনার ই তো সবার আগে রিলিজিয়াস হয়ে যাবার কথা।

নোয়াহ : আফসোসের কথা শোন—আজ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করার মতো কোনো ধর্মগ্রন্থের সাথেই এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাই নি!

ইউসুফ: ভাইয়া যদি তাই হয়,আমি বলবো—আপনি এখনো সঠিকভাবে কুরআন পড়েন নি। আমি আপনাকে একটা কুরআনের কপি দিয়েছিলাম।আপনি যদি এখন কুরআন সামনে রেখে শুধুই অর্থ পড়ে যান তাহলে বুঝবেন না।কারণ কুরআন এর অর্থ এবং ব্যাখ্যা দু'টি আলাদা বোঝার জিনিস।

নোয়াহ: ওকে মানলাম,পড়ার পদ্ধতি সঠিক ছিল না।তাহলে তুই-ই এর উপরে প্রমাণ উপস্থাপন কর দেখি...

ইউসুফ: ঠিক আছে।ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে। প্রথমে কুরআনের দলীল থেকে দেই—

সুরা আর রহমানের ২৬-২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

“ মহাবিশ্বের প্রত্যেক জিনিস ই ধ্বংসশীল।আর অবশিষ্ট থাকবে মহামহিম ও মহানুভব আপনার রব্বের চেহারা (সত্তা)।”

আর আপনি যদি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে জানতে চান,এই ব্যাপারেও সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে। এটা হয়তো জেনে থাকবেন- সম্প্রতি, Closed Big Bang বা Closed

Universe তত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলেছেন- "মহাবিশ্ব (Whole universe) একটি বিন্দুতে closed হওয়ার পর এমন এক শক্তিদ্বারা সত্ত্বা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে-যিনি মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শক্তি (Gravitation & Gravity) দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে ধারণ করে রেখেছিলেন।"

নোয়াহ: হুমমম...আচ্ছা আজকে যাচ্ছি,বেশ রাত হলো। আবার আরেকদিন এ ব্যাপারে কথা বলব।

৩. কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

(ইশা তার 'শুধুমাত্র সাইন্সে বিশ্বাসী বাবা' একসাথে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছে।এমতাবস্থায় তাদের কথোপকথন)

ইশা: আচ্ছা বাবা,তুমি তো কুরআনকে বিশ্বাস করো তারপরেও কেন সবকিছু সাইন্সের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেই সেগুলো গ্রহণ করো আর অসংগতিপূর্ণ হলে দ্বিধায় থাকো?

বাবা: সাইন্স ই তো লজিক আম্মু।লজিক দিয়েই তো বিচার করতে হবে।তাই না?

ইশা: বাবা,মহিমাম্বিত কুরআন কোনো Science বা বিজ্ঞানের বই নয় বরং এটা হচ্ছে Signs বা ইংগিতের বই।এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই।এতে ৬ হাজারের বেশি আয়াত আছে;যার মধ্যে ১ হাজারের অধিক আয়াত ই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে।এতে এমন কিছু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।কুরআন পাকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা ধারণা আলোচনা করা হয়নি। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন অনুমিতি।কারণ বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

বাবা: সত্যিই বিজ্ঞান তো পরিবর্তনশীল।এটা তো আগে মাথায় আসে নি!

৪.কিয়ামত কি আসবে,বিজ্ঞান কী বলে?

(ইয়াহইয়া ও শায়েরী দুজন স্বামী-স্ত্রী ইয়াহইয়া প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হলেও শায়েরীর এখনো দ্বীনের বুঝ আসে নি যার কারণে সে কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে)

ইয়াহইয়া: সারাক্ষণ অনলাইনে এমন অবাস্তব নাটক,সিনেমা দেখলে মন-মানসিকতা বিকৃত হয়ে যায়,চোখের ঘিনা হয়।কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তো জানোই যে,কিয়ামতের আগে অশ্লীলতা বেড়ে যাবে?তুমিও কি এর সমর্থক হতে চাও?

শায়েরী: এখন একটু দেখলে কোনো সমস্যা হবে না।এমন তো না যে,কিয়ামত এখনই হয়ে যাচ্ছে!আর কিয়ামত কি আদৌ আসবে—এটা কী কেউ গিয়ে দেখে এসেছে?

ইয়াহইয়া: মুসলিম ঘরের মেয়ে হয়ে বাসায় কুরআন থাকার পরেও বিশ্বাস না করাটা তোমার চরম ব্যর্থতা। কিয়ামত সংঘটিত হবে এটা আল্লাহর ওয়াদা। সুতরাং,তা অবশ্যই আসবে এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে কুরআন নিয়ে জানাশোনা করলে বুঝতে।এজন্যই আল্লাহ প্রথম ওহী নাযিলের প্রথম শব্দ হিসেবে ‘ইকরা’ অর্থ –‘পড়ো’ কে বেছে নিয়েছেন। যাই হোক কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি তোমাকে। আল্লাহ পাক সুরা আশ্বিয়ার :১০৪ নং আয়াতে বলেছেন—

“সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দপ্তর; যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য; আমি এটা পালন করবই।”

সুরা ফাজরে ২১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন—

“সেদিন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গুড়া হয়ে যাবে।”

সুরা ইনফিতারে ১-২ নং আয়াতে—

“সেদিন আকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গ্রহসমূহ ছড়িয়ে পড়বে।”

এছাড়া সুরা ইনশিক্কক ১ নং আয়াতে তিনি বলছেন—“ সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পৃথক হয়ে যাবে।”

শায়েরী: আচ্ছা বুঝলাম।এর প্রেক্ষিতে কিছু সাইন্সিটিফ উদাহরণ দিতে পারবে ?

ইয়াহইয়া: হ্যাঁ অবশ্যই।এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণ করা যায়।বিজ্ঞানীরা বলেন— মহাকাশের সমাপ্তি ঘটবে এমন এক সময়ে, যখন এর গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মহাকর্ষীয় শক্তির প্রাবল্য বেগবান হবে।সাথে সাথে সম্প্রসারণ গতি থেমে যাবে।ফলে গ্রহ,উপগ্রহ,নক্ষত্র,গ্যালাক্সি,কোয়াসার প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক –মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরের নিকট এসে সংঘর্ষ শুরু করবে।বিশাল মহাজগৎ একটি বিন্দুতে এসে Closed হবে।

শায়েরী: চিন্তা-ভাবনা করে পড়লে আসলেই অনেক কিছু বোঝা যায় তাহলে!

৫.সবকিছুর ই একজন সৃষ্টি কর্তা আছেন,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

(সবে মাত্র স্কুলে ভর্তি হওয়া ছোট ইব্রাহীমের সাথে তার আম্মুর কথোপকথন)

ইব্রাহীম: আম্মু একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে।সবকিছুই তো আল্লাহ বানিয়েছেন, তাই না?

আম্মু: হ্যাঁ বাবা।আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।এই দুনিয়ায় এবং দুনিয়ার বাইরে যা কিছু আমরা দেখি অথবা দেখতে পাই না তা আল্লাহই বানিয়েছেন।তিনি খলিক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা।আর আমরা মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু।

ইব্রাহীম: আচ্ছা।যদি সবকিছুর ই একজন সৃষ্টিকর্তা থাকেন তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন, আম্মু?

আম্মু: আসলে বাবা বাক্যটা এমন হবে না। বরং এভাবে হবে— প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আল্লাহর সঙ্গী হচ্ছে অসৃষ্ট। আল্লাহই যেহেতু সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুই যিনি বানিয়েছেন তাঁর কোনো সৃষ্টা নেই। তাকে কেউ বানান নি। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি বাবা?

ইবরাহীম: হ্যাঁ আম্মু। আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পেরেছি। জাযাকিল্লাহু খইরন।

আম্মু: ওয়া ইয়্যাক।

৬. সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ কেন বলতে হবে?

(বিদেশি ইউনিভার্সিটির ছাত্র ঈসা এবং তার কানাডিয়ান বন্ধু হেনরি-এর সঙ্গে দাওয়াতি কথোপকথন)

ঈসা—এবার বুঝলে, ইসলাম এতটা বেশি সুন্দর যে প্রতিটা বিষয়ই অন্য ধর্মের অনুসারীদের জন্য দাওয়াত হতে পারে।

হেনরি—হুম। অনেক গল্পই তো বললে তোমাদের নবি-রাসুলদের নিয়ে, ইন্টারেস্টিং মনে হলো। তোমাদের গড তাহলে ইসলামকে অনেক বেশি সহজ করেছেন।

ঈসা— ওহ হেনরি, স্রষ্টাকে ইসলামে গড বলে না, 'আল্লাহ' বলে। এবং গড বলাটা ঠিক ও না। কারণ 'গড এবং আল্লাহ' এই দুটো শব্দের মধ্যে বেশ অনেকটা পার্থক্য আছে।

হেনরি— আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং! তবে আমি কিন্তু আমার অন্য মুসলিম ফ্রেন্ডদেরকেও আল্লাহকে গড বলতে শুনেছি ঈসা।

ঈসা—হুম তা সত্যি কারণ অনেক মুসলিমরাও হয়ত এ ব্যাপারে জানে না।পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মুসলিমরাও অতি সাধারণ ক্ষেত্রেও 'আল্লাহ' না বলে 'গড' বলাকেই বেশি স্মার্টনেস মনে করছে।কিন্তু ইসলামের সর্ব ক্ষেত্রেই সতন্ত্র কর্ম পদ্ধতি রয়েছে।

কুরআনে সুরা ইখলাসে বলা হয়েছে 'বলুন,তিনিই আল্লাহ,এক এবং একক।আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত।তিনি কাউকে জন্ম দেননি।কারো দ্বারা জন্মগ্রহণ ও করেন নি।এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

God ইংরেজি শব্দ,খাঁটি আরবি শব্দ আল্লাহ।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। God এর সাথে s যুক্ত করলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে,কিন্তু আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই।God এর সাথে ess যুক্ত করলে Goddess অর্থাৎ নারী হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই।আল্লাহর লিঙ্গভেদ নেই।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই।বড় হাতের God লেখলে হবে সত্যিকার,ছোট হাতের god লেখলে হবে নকল খোদা।God এর সাথে father যুক্ত করলে হবে godfather.আল্লাহর সাথে আব্বা কিংবা ফাদার যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।god এর সাথে mother যুক্ত করলে হবে godmother.আল্লাহর সাথে 'মাদার'বা 'আম্মি আল্লাহ'বলতে কিছু নেই।God এর পূর্বে টিন যুক্ত করলে হয় 'টিনগড' অর্থাৎ বাতিল গড।ইসলামে টিন আল্লাহ বলতে কিছু নেই।আল্লাহ খাঁটি এবং একক।

হেনরি— এত সুস্পষ্ট বিষয়ও থাকতে পারে দলিল-প্রমাণসহ।সত্যি চমৎকার একটি বিষয়।এ সম্পর্কে তোমার ভালোই গবেষণা আছে দেখছি!

৭.বিগব্যাং থিওরি কী কুরআন দ্বারা প্রমাণিত?

(হাফিজা যাইনাব তার বোন রুকাইয়ার সাথে কুরআন তিলাওয়াত চলাকালীন কথোপকথন)

যাইনাব—আপু তুমি এইমাত্র কি সুরা আশ্বিয়া পড়লে?

রুকাইয়া— হ্যাঁ আশ্বিয়ার ৩০ নং আয়াত পড়লাম।

যাইনাব— এটাই ধরেছিলাম!মজার বিষয় শোনো,এই আয়াত দিয়ে আমরা বিগব্যাং থিওরি প্রমাণ করতে পারি।

রুকাইয়া— আচ্ছা তাই! কীভাবে?

যাইনাব— কুরআন থেকে দেখাই দেখো-আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা সুরা আশ্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বলছেন— “কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, একসময় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা অবিশ্বাস করবে?”

বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী একসময় মহাবিশ্বের সকল বস্তু একটি বিন্দুতে আড়ষ্ট অবস্থায় ছিল। অতঃপর বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা আলাদা হয়ে গেছে। তাছাড়া সমস্ত জীবদেহের ৮০-৮৫%-ই পানি দিয়ে গঠিত।

এছাড়াও সুরা ফুসসিলাতের ১১ নং আয়াত থেকেও আমরা দেখলে বুঝতে পারি—

"অতঃপর তিনি পৃথিবীর দিকে মনোনিবেশ করেন;যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ।"

এখানে ধূম্রপুঞ্জ বলতে পৃথিবীর আদি অবস্থার কথা বলা হয়েছে।‘ধূম্র’ শব্দের অর্থ-ধোয়া বা গ্যাস। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবী একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত, জ্বলন্ত ও গ্যাসের পিণ্ড ছিল।একটা জিনিস কি জানো,বিজ্ঞানীরা ১৯৩১ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৯২ বছর আগে এটা সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিয়েছে।অথচ কুরআন সাড়ে ১৪শ’ বছর আগেই এটা

জানিয়ে দিয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চললে বরং আমরা পিছিয়েই থাকব। কুরআনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

রুকাইয়া—এটাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ বলেছেন ইসলাম শুধু মুসলিমদের জন্য নয় পুরো মানবজাতির জন্যই।

৮. কুরআন দ্বারা কি সাত আকাশের সংখ্যা প্রমাণিত?

(১০ম শ্রেণির ক্লাসে বিজ্ঞান ম্যাম সাওদাকে পড়া জিজ্ঞেস করছে)

ম্যাম— বলো তো সাত আকাশ কী?

সাওদা—আদী-অন্তহীন মহাকাশ-মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ৭ টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে যাকে সপ্ত আকাশ বলে। মহাকাশে ৭ ধরনের আকাশী বস্তু বিদ্যমান। ১) নক্ষত্র ২) গ্রহপুঞ্জ ৩) উপগ্রহপুঞ্জ ৪) ধূমকেতু ৫) নীহারিকাপুঞ্জ ৬) ছায়াপথ ৭) কোয়াসার

ম্যাম— সঠিক উত্তর দিয়েছো। তুমি কী জানো এটা কে প্রথম আবিষ্কার করেছেন?

সাওদা— না ম্যাম। তবে কোনো ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হয়তো হবেন।

ম্যাম— না। বরং, নবম শতাব্দীতে মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারজেমী সর্বপ্রথম আকাশের স্তর ৭ টি সম্পর্কে ধারণা পেশ করে। এরপরে উনবিংশ শতাব্দীতে এ তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশযান চালিয়ে তা নিশ্চিত করেন।

সাওদা: ম্যাম, আপনি তো আমাদের মাঝেমাঝেই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো কুরআনের আয়াত দিয়ে বুঝিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে কোনো আয়াত আছে ম্যাম?

ম্যাম: হ্যাঁ, কয়েকটা আয়াত থেকে তোমাদের উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন: আল্লাহ পাক সুরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে বলেছেন—তিনিই যমীনে যা আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর আসমানের প্রতি খেয়াল করলেন এবং তাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন। আর সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।

সুরা নূহ ১৫ নং আয়াতে—তোমরা কী লক্ষ্য করো না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন?

সুরা তালাক আয়াত নং ১২— “তিনি আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান তো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।”

সুরা মুলক আয়াত নং ৩ –” যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। রহমানের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে, তুমি আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?”

সুরা মু'মিনুন আয়াত নং ৮৬— বলো, কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব?”

সাওদা: কুরআন এত বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ। জাযাকিল্লাহু খইরন ম্যাম এত সুন্দর একটি তথ্য শেখানোর জন্য।

ম্যাম: হ্যাঁ, কুরআন সাড়ে ১৪শ বছর আগে নাযিল হলেও কিয়ামত পর্যন্ত আধুনিক ই থাকবে। ওয়া ইয়্যাকি।

রেফারেন্স

- বিজ্ঞানময় কুরআন -মুহাম্মাদ আবু তালেব
- ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111574052/I>